গাংনীতে জুয়া মামলার ৬ আসামী গ্রেপ্তার

জুয়া খেলা মামলার ৬ আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ বৃহষ্পতিবার সকালে গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। এরা হচ্ছে- গাংনীর চৌগাছা ভিটাপাড়ার সাইদুল(৩৫), জনি মন্ডল (৩০), ফিরোজ হোসেন(৩০), ফটিক ওরফে বাবলু (৩৬), বজলু (৩৬), ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার গোলপন্দি গ্রামের তপন বিশ^◌াস(৩৫)। আসামীদেরকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হলে গাংনী থানা পুলিশ তাদেরকে মেহেরপুর আদালতৈ প্রেরণ করে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর খোন্দকার শাহ আলম জানান, গত ১০ জুলাই চৌগাছা ভিটাপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা হয় জুয়া খেলঅয় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি। এসময় অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তারকৃতদের স্বীকারোক্তিতে এই ছয় জনের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে তাদের নামেও মামলা দেয়া হয়। যার নং- ১০. তারিখ ২৫/০৭/২০২১ ইং। আসামীরা এলাকায় অবস্থান করছে মর্মে সংবাদের প্রেক্ষিতে এসআই অজয় কুমার কুন্ডুসহ গোয়েন্দা পুলিশের একটি টীম অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

গাংনীতে মাদক ব্যাবসায়ীর জেল জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীর পুর্বমালসাদাহ গ্রামে এক মাদক ব্যাবসায়ীকে ১৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্যাম্যমাণ আদালত।
আজ (২৯ জুলাই) বৃহস্পতিবার দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম মাদক ব্যাবসায়ী নুর ইসলাম নামের মাদক ব্যাবসায়ীকে উভয় দন্ড দিয়েছেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলমের নেতৃত্বে ও জেলা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মেহেরপুর এর সহায়তায় গাংনী উপজেলার পুর্ব মালসাদহ গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ৩০ গ্রাম গাঁজাসহ পুর্বমালসাদাহ গ্রামের মোঃ নাসির উদ্দিনের ছেলে নুর ইসলাম কে আটক করা হয়। পরবর্তিতে আসামীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজা জনসম্মুখে ঘটনাস্থলেই ধ্বংশ করা হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন মদন মোহন সাহা, উপপরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, পেশকার মোঃ জালাল উদ্দিন ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

এরপূর্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় বামুন্দি বাজার এলাকায় ৪ জন ব্যাক্তিকে ২৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৯৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-১

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৯৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ১ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ৪৮ জন, গাংনীতে ৪৪ জন, মুজিবনগর ০৪ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৩৩১ টি। তারমধ্যে ৯৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৬৮ জন। তার মধ্যে সদরে ১৬১ জন, গাংনীতে ৩০৭ জন এবং মুজিবনগরে ১০০ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৩২ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৮ জন, গাংনী ৪৬ জন ও মুজিবনগরে ২৮ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করতে মাস্ক ব্যবহারের বিকল্প নেই-গোলাম রসুল

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার যাদবপুর মোড় থেকে শুরু করে রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, শালিকা, বাড়িবাঁকা ও গোভীপুর এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন,

বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতোই বাংলাদেশও দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী দিচ্ছি। আগামী ৭ তারিখ থেকে আপনাদের ইউনিয়ন পরিষদে শুধু আইডি কার্ডের ফটোকপির মাধ্যমে, যাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে তাদের সকলকে আমারা ভ্যাকসিন দেবো। সকলেই ভ্যাকসিন নেবেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন এবং ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় মাস্ক পরিধান করবেন।

তিনি আরও বলেন, এই করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করার জন্য বাড়ির বাইরে পা দিলেই মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। করোনা মোকাবিলায় মাস্কের বিকল্প নেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে বের হলে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। কখনোই মাস্ক নিয়ে আসতে ভুলবেন না, ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মুখে মাস্ক। এসময় মেহেরপুর

জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জিল্লুর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সহকারী শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বেড়েছে স্টেরয়েডের ব্যবহার

মেহেরপুরের গাংনীর কুঞ্জনগরের রিজাবুল হকের ছেলে সাহিবুল। দিন পনের আগে হঠাৎ জ¦র ও কাশি দেখা দেয় তার। হেমায়েতপুর বাজারের গ্রাম্য চিকিৎসক সামশুল হকের কাছে আসলে তিনি স্টেরয়েড ব্যবস্থাপত্র দেন। শারিরীক কোন পরিবর্তন না হলে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সাহিবুল।

এদিকে বাথান পাড়া গ্রামের বিল্লালের স্ত্রী কুলসুম ঠান্ডা জ¦রে আক্রান্ত হলে রায়পুর বাজারের একটি ফার্মেসী থেকে স্টেরয়েড ওষুধ কিনে এবং সেই সাথে দুটি ইঞ্জেকশন পুশ করেন। কোন পরীক্ষা ছাড়াই রোগীকে এ ধরণের চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে জ¦র কিছুটা নিরাময় হলেও শারিরীক না সমস্যা দেখা দেখা দিলে তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সাহেবুলের মৃত্যু ঘটেছে ও কুলসুমের অবস্থা গুরুতর। কুলসুম বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগবে।

শুধু সাহিবুল কিংবা কুলসুম নয়, গ্রামাঞ্চলের রোগী সাধারণ প্রতিনিয়ত এমনি অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। অপরদিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন সেকমো এমন অপচিকিৎসা প্রদান করেন। এতে একজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। বালিয়াঘাট গ্রামের কাজি সোহেল রানা জানান, গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম মর্তুজা জ¦র ও সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হলে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেকমো মকলেছুর রহমানের শরণাপন্ন হলে তিনি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন। সেবনের কয়েকদিন পর মর্তুজার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা

নিরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ হয় মর্তুজার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরেও অবস্থার পরিবর্তন না হলে তার মৃত্যু ঘটে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় এমন অপচিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এমনি মন্তব্য করেছেন খোদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন জানান, স্টেরয়েড একটি জীবন রক্ষাকারী জরুরি ড্রাগ, এই ড্রাগের বহুরকম ব্যবহার আছে এবং প্রতিটি রোগেই এই নির্ধারিত প্রটোকল আছে কত পরিমানে দিতে হবে, কতদিন দিতে হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক মাত্রা কিংবা ফল্টি ডোজ শরীর স্টেরইড ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয়, শরীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন জীবনঘাতি এটিপিক্যাল ইনফেকশন যেমন, নিউমোনিয়া ব্লাক ফাংগাস, সাইটোমেগালোর মত ইনফেকশনের কারন হতে পারে, এতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মর্টালিটি বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, গ্রামাঞ্চলেই শুধু নয় সবখানেই এই স্টেরয়েড ব্যবহার হচ্ছে যেটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্য চিকিৎসকদের নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা হয়েছে। আবারো জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে স্টেরয়েড যাতে ব্যবহার ও বিক্রি না করা হয়।

এ ব্যাপারে ড্রাগ সুপার কেএম মহসিন মাহবুব জানান, লোকবলের সংকটের কারণে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। তবে অদ্য থেকে সকল ফার্মেসীর মালিকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে।

গাংনীতে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা মূল্যে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। পাটবীজ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট ২০ জন চাষিকে এই স্প্রে মেশিন

প্রদান করা হয়।

বুধবার দুপুরে স্থানীয় সাহারবাটি চারচারা ক্লাব মোড়ে উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান উপস্থিত থেকে বীনা মুল্যে এ স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন।

চলতি মৌসূমে ৩৭ বিঘা জমিতে পাটবীজ উৎপাদন করছেন। ইতোপূর্বে চাষিদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নত মানের পাট চাষ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ভূমিকা রাখবেন এ সকল চাষিরা। এমনই মন্তব্য করেছেন উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান।

গাংনীতে লকডাউন বিধি না মানায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনাভাইরাসের তৃতীয় দফার লকডাউন এর পঞ্চম দিনে ১২ টি মামলা দিয়ে ১৬ জনের নিকট জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৭’শ টাকা জরিমানা আদায় করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের তিনটি টিম।
সরকারি নির্দেশনা অমান্য এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দায়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। ৩টি টিমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)ও এক্সিকিউটিভ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম এবং জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মিথিলা দাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের কারি ৩টি টিম গাংনী পৌরসভার,বামন্দী ইউনিয়ান,সাহারবাটি ইউনিয়ান,কাথুলী ইউনিয়ান,রাইপুর ইউনিয়ান,তেঁতুলবাড়ি ইউনিয়ান, এবং ধানখোলা ইউনিয়ানের বিভিন্ন এলাকার কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিজিবি এবং আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রলি চালক নিহত

মেহেরপুরে আলগামন ও ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে ট্রলি চালক বাবুর হোসেন ৪৫ নিহত হয়েছে।নিহত ট্রলি চালক বাবুর হোসেন গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামের খরশেদ আলীর ছেলে।

মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার শোলমারী বাঙ্গালপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,শোলমারী গ্রামে ট্রলি নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবু । এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে বাবু ছিটকে আলগামনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান পিপি এম জানান, সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়টি আমার জানা নেই।

মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও সাফল্যের পথ বেয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের ২৭তম বার্ষিকী ও সজীব ওয়াজেদ জয় এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা, কেক কাটা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা এলাকায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের কার্যালয়ে কেক কাটার মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক মতিউর রহমান মতিন, সদর থানা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন সানু, যুগ্ম আহবায়ক মোহম্মদ ওয়াসিম,শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামাল হোসেন জুয়েল বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ইবনে মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী কাজল দত্ত মুজিবনগর উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক আরিফ শাহসহ বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যগণ।

মেহেরপুরে ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৪

মেহেরপুরে নতুন করে ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন আরও ৪ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২৪ জন, গাংনীতে ১২ জন, মুজিবনগর ১০ জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৯৩ টি। তারমধ্যে ৪৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৬৪ জন। তার মধ্যে সদরে ১৪১ জন, গাংনীতে ৩১২ জন এবং মুজিবনগরে ১১১ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৩১ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৫৭ জন, গাংনী ৪৬ জন ও মুজিবনগরে ২৮ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।